দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
রবিবার ১৪ শ্রাবণ ১৪১৯
২৯ জুলাই ২০১২

মৎস্য পোনা, খাদ্য ও পুকুর ব্যবস্থাপনা

● এ.কে.এম. নুরুল হক ●

ধান ও মাছের প্রাচুর্যতা ছিল বলেই এক সময় বাঙালিকে মাছে-ভাতে বাঙালি বলা হত। বিভিন্ন সময়ে ধানের উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবন হলেও মাছের ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে। বিগত আশির দশক থেকে প্রাকৃতিক অভয়াশ্রমগুলো বিভিন্ন কারণে সংকুচিত হয়ে আসছে। পাশাপাশি কারেন্টজালের ব্যবহারে মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। আশির দশকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মৎস্যসম্পদ বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রায় ৮০০-এর মত মৎস্য হ্যাচারি গড়ে ওঠে। আর সেগুলোই এখন দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা মেটাচ্ছে অনেকাংশে।

পোনা সংগ্রহ: আশির দশকে বিভিন্ন হ্যাচারি কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রেনু, রেনু থেকে পোনা আর পোনা থেকে বড় মাছের চাষের উপর সবাই জোর দিতে শুরু করে। ফলে নব্বই-এর দশকে মৎস্য খাতে বিপ্লব ঘটে। বর্তমানে এ খাতে বিভিন্ন কারণে লোকসানের ভার বইতে পারছে না। মেধা আর পরিশ্রম দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে গড়া হ্যাচারি মালিকের চোখে আজ অন্ধকার। বেঁচে থাকার জন্য এ সময় আন্তঃপ্রজননমুক্ত ব্রুড মাছের পোনা উৎপাদনের কথা বলা হচ্ছে। জোর দেয়া হচ্ছে হালদা, পদ্মা, যমুনার উৎস হতে পোনা সংগ্রহের মাধ্যমে ব্রুড তৈরি করাসহ আরো অনেক নীতিনির্ধারণী কথায়। আমাদের দেশে ছোট ছোট হ্যাচারি মালিকদের পক্ষে হালদা বা পদ্মা থেকে পোনা বা ব্রুড সংগ্রহ করা অসম্ভব। সরকারি উদ্যোগে এসব পোনা সংগ্রহ করে হ্যাচারি মালিকদের সরবরাহ করার পাশাপাশি উন্নতমানের পোনা উৎপাদনকারী হ্যাচারিগুলোকে রেজিস্ট্রিশনের আওতায় আনতে হবে। শুধু উন্নত ব্রুড সরবরাহ করলেই চলবে না, তা বাজারজাত করার জন্য সরকারের রাখতে হবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

মৎস্য খাদ্য: মৎস্য খাদ্য উৎপাদনের মূল উপকরণের মধ্যে রয়েছে খৈল, কুঁড়া, শুঁটকি মাছের গুঁড়া, মিট এন্ড বোন। এরমধ্যে স্থানীয়ভাবে যোগান দেয়া হয় খৈল, কুঁড়া এবং অল্প পরিমাণে শুঁটকির গুঁড়া। বিদেশে শুঁটকির উচ্চমূল্য থাকার কারণে কমমূল্যে মিট এন্ড বোন দিয়ে মৎস্য খাদ্য প্রস্তুত হয়। খাদ্য পরীক্ষা করলে হয়ত কাঙ্ক্ষিত প্রোটিন পাওয়া যেতে পারে কিন্তু মিট এন্ড বোন দিয়ে তৈরি খাদ্য মাছ কতটুকু হজম করতে পারে বা কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কিনা সে সেটা

পরীক্ষার দাবি রাখে। মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতে এসব উপাদান মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকারক কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আমাদের দেশে রাইস মিলে উন্নতমানের কুঁড়া পাওয়া যায়। পোল্ট্রি ও মৎস্যশিল্পে রয়েছে এর ব্যাপক চাহিদা। দুঃখের বিষয় এই কুঁড়া দেশের চাহিদা না মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করা হয়। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি দেয়া দরকার।

পুকুর ব্যবস্থাপনা: পুকুরের ভাল পরিবেশ বলতে বোঝায় প্রতিবছর একবার করে পুকুরের তলা শুকিয়ে অথবা তলার মাটি ফেলে দিয়ে পুকুরকে সারা বছরের জন্য গ্যাসমুক্ত রাখা। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা ও সারা বছরই মাছ যাতে রোগমুক্ত থাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক খামারি মাছ চাষে কোনো সমস্যা হলেই চুন ব্যবহার করেন বা অন্যকে করতে পরামর্শ দেন। এটা ঠিক না। পুকুরের পানিতে পি.এইচ -এর মাত্রা বেশি থাকার পরও চুন প্রয়োগ করলে পি.এইচ -এর মাত্রা আরো বেড়ে যায়। ফলে মাছ চাষে ক্ষতির সম্মুখিন হন চাষিরা। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কত থাকা দরকার, কত মাত্রা পর্যন্ত অ্যামোনিয়া মাছ চাষে সহায়ক তা শতকরা ৯৮ ভাগ মৎস্য খামারিরা জানে না। অপরীক্ষিত নানা ওষুধ দিয়ে খামারিরা মাঝে মাঝে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখিন হয়। তাই মৎস্য বিভাগকে নিতে হবে এইসব মৎস্য খামারিদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব। সমাধান করতে হবে তাদের নানা ধরনের সমস্যা।